১৪

মণ্ডলীর ঐশ্বরিক উপাধি

নতুন নিয়ম সতর্কতার সাথে পড়লে উহা প্রকাশ করে যে মণ্ডলী গঠন করা হয়েছিল এক বিশেষ দেহ হিসেবে। অতএব, অনুপ্রাণিত লেখকদের দ্বারা ইহাকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। উহাদের তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। উহাদের এক বিশেষ অর্থে, অর্থাৎ কার্য্য, মালিকানা এবং সম্পর্ক দেখাতে ব্যবহার করা হয়েছে। উহাদের দেওয়া হয়েছে ঐশ্বরিক নির্দেশনায় এবং ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য সাধন করতে।

মণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে যে সকল উক্তি পবিত্র আত্মা দ্বারা ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলিকে শুধুমাত্র বা নিছক উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা উচিৎ হবে না।[1] নতুন নিয়ম খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত অনুসারীদেরকে তাঁহার "মণ্ডলী" তাঁহার "দেহ" এবং তাঁহার "রাজ্য" হিসেবে উল্লেখ করেছে। এই ঐশ্বরিক উপাধি[2] পরিচয় দেয়, বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে, এবং মণ্ডলীর বর্ণনা করে যাহা প্রভু স্থাপন করেছেন। আসুন উহাদের মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করি।

[1]মণ্ডলীকে অনেক সময় উদাহরনের মাধ্যমে দেখান হয়েছে যেমন– মেষ রাখার স্থান (যোহন ১০:১), একটি দ্রাক্ষাক্ষেত্র (মথি ২০:১), অথবা বহুমূল্য মুক্তা (মথি ১৩:৪৫,৪৬)। এই ধরনের চিত্র গুলি আমাদের মণ্ডলী সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করবে, অথচ উহা উদাহরণ মাত্র, ঐ গুলি দিয়ে মণ্ডলীকে চিহ্নিত করা যায় না।

[2]উপাধি, যেভাবে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, তাহার অর্থ হল বাইবেল অনুসারে মণ্ডলীকে উল্লেখ করা।

ব্যবহারিক উপাধি/নাম

নতুন নিয়মে মণ্ডলীর কিছু উপাধি/নাম দেওয়া হয়েছে উহার দায়িত্বের উপরে ভিত্তি করে একটি জীবন্ত দেহ হিসেবে। এই উপাধি/নাম গুলি দৃষ্টিগোচর করে যে প্রভুর মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে, গঠন, এবং কর্ম কি ছিল।

খ্রীষ্ট যাহা সৃষ্টি করেছেন তাহা সহজে "মণ্ডলী" বলে উল্লেখ হয়েছে (কল ১:১৮,২৪)। এই উক্তির অর্থ হল "একদল লোক যাহারা প্রভুর অনুসারী হয়েছেন।" এই লোকদের একত্রে সমবেত হওয়াকে বোঝানো হয়েছে (১করি ১১:১৮), স্থানীয় ভাবে (১করি ১:২), ধর্মীয় ভাবে (১করি ১৬:১), এবং সার্বজনীন অর্থে (ইফি ৫:২৩)। এই উপাধি, যাহা খ্রীষ্ট সৃষ্টি করেছে তাহার সাধারণ অর্থ ঘোষণা করে– একদল লোক তাঁহার রক্তে উদ্ধার পেয়েছে যাহারা তাঁহার জন্য জীবন যাপন করে, উপাসনা করে এবং তাঁহারই কর্ম সকল করে।

মণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্যকে "খ্রীষ্টিয়ান" বলা হয় কারণ তাহারা খ্রীষ্টের মত হতে চেষ্টা করতেছে। ("খ্রীষ্টিয়ান" শব্দের অর্থ "খ্রীষ্টের মত" অথবা "একজন খ্রীষ্টের অনুসারী।") আন্তিয়খীয়ার শিষ্যদেরকে উদ্দেশ্য করে প্রথমে খ্রীষ্টিয়ান নাম দেয়া হয়েছিল (প্রেরিত ১১:২৬)। এই নাম দেওয়ার কারণটা পরিষ্কার নয়, কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে ঈশ্বর ইহাকে তাঁহার লোকদের জন্য মনোনীত করেছিলেন। নাম হিসেবে উহা নতুন নিয়মে তিন বার পাওয়া যায় (প্রেরিত ১১:২৬; ২৬:২৮; ১পিতর ৪:১৬)।

বাইবেল মণ্ডলীর সদস্যদের "পবিত্র/সাধুবর্গ" হিসেবে উল্লেখ করেছে, যাহারা পবিত্রীকৃত হয়েছেন। এই সমস্ত লোক হলেন তাহারা যাহাদের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে মনোনীত করে আলাদা করা হয়েছে। পৌল ইফিষীয়দের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত— ইফিষে স্থিত পবিত্র ও খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসীগণ সমীপে" (ইফি ১:১)। কিং জেমস ভার্শন বাইবেলে "peculiar অর্থাৎ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের লোক" অর্থে ব্যবহার

করেছে তীত ২:১৪ পদে। "পবিত্র" অথবা "সাধু" শব্দের সাধারণ অর্থ হল "ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পৃথক করে রাখা।" ঈশ্বরের মণ্ডলী হল "ঈশ্বরের নিজের প্রজাবর্গ", পবিত্র লোক, সেই লোক যাহাদের ঈশ্বরের জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছে। খ্রীষ্টিয়ানদের পবিত্র আহবানে আহূত করা হয়েছে (২তিম ১:৯); তাহারা পবিত্র এবং ঐশ্বরিক ভাবে জীবন যাপন করবে (২পিতর ৩:১১), তাহারা নিজেদের "পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক এবং নির্দোষ করিয়া" জীবন যাপন করে শেষ দিনে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হবার জন্য সচেষ্ট হবে (কল ১:২২বি)।

কিছু কিছু বাইবেল অনুবাদে মথি, মার্ক, লূক এবং যোহন সু-সমাচারে "সাধু" শব্দটি নামকরণে ব্যবহার করেছে, এবং প্রকাশিত বাক্যে নামকরণ হয়েছে "সাধু যোহনের প্রকাশিত বাক্য।" নতুন নিয়মে এই পুস্তক গুলির এই নাম করণ মানুষের দেওয়া, ঈশ্বরের দেওয়া নাম নয়। নতুন নিয়মে খ্রীষ্টেতে প্রত্যেক জনকে "সাধু" চিহ্নিত করা হয়েছে। মণ্ডলীকে "সাধুগণের মণ্ডলী" হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে (১করি ১৪:৩৩)। সকলকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আলাদা করে রাখা হয়েছে যখন তাহারা খ্রীষ্টিয়ান হয়েছেন।

অধিকন্তু, মণ্ডলীকে খ্রীষ্টের "দেহ" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে (ইফি ১:২২,২৩)। এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে মণ্ডলীর করনীয় কি তাহা ব্যাখ্যা করার জন্য (১করি ১২:১২-২৭) এবং অনেক সময় ইহা প্রকাশ করে যে মণ্ডলী সত্যিকারে কি, পরিচয় তুলে ধরার জন্য। যখন উপাধি হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তখন "খ্রীষ্টের দেহ" উক্তিটি মণ্ডলীর করণীয় এবং সম্পর্ক উভয়কেই বুঝায়ঃ মণ্ডলী হল পৃথিবীতে খ্রীষ্টের আত্মিক দেহ, এবং খ্রীষ্টের সাথে উহার সম্পর্ক হল ঠিক যেমন দেহের সাথে মস্তকের সম্পর্ক থাকে। খ্রীষ্টের এই আধ্যাত্মিক দেহে, প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানকে বলা হয়েছে উহার সদস্য হিসেবে চলতে, প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ান উহার সদস্য এবং দেহের অংশ হিসেবে কর্ম করে। পৌল করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি লিখেছিলেন, "তোমরা খ্রীষ্টের দেহ, এবং এক এক জন এক একটি অঙ্গ" (১করি ১২:২৭)।

মণ্ডলীকে "রাজ্য" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে (প্রেরিত ৮:১২)। কিছু কিছু সময় "স্বর্গ রাজ্য" হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে (মথি ১৬:১৮,১৯) এবং অনেক সময় "ঈশ্বরের রাজ্য" হিসেবে (যোহন ৩:৩)। উভয় উক্তি মণ্ডলী/রাজ্যের শাসন ও অধিকারের প্রতিফলন করেছে (যোহন ১৮:৩৬)। মণ্ডলী হল খ্রীষ্টের একদল অনুসারী যাহারা এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের শাসনে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন। খ্রীষ্ট হল রাজা এবং এখন তিনি তাঁহার রাজ্যের উপরে রাজত্ব করতেছেন, অর্থাৎ মণ্ডলী। (১করি ১৫:২৪,২৫)। ফল স্বরূপ, মণ্ডলীর ঐশ্বরিক মস্তক আছে, অথবা রাজা আছেন, এবং ইহা ঐশ্বরিক অধিকারে পরিচালিত হয়। মণ্ডলীর সদস্যগণ যীশু রাজার অধীনে নত স্বীকার করেন এবং তাঁহারা আধ্যাত্মিক রাজ্যের নাগরিক হিসেবে জীবন যাপন করেন (ফিলি ৩:২০), যদিও তাহারা পৃথিবীতেই বসবাস করতেছেন।

যাহারা ঈশ্বরের রাজ্যের অংশ তাহাদের একইভাবে স্বর্গরাজ্যে "নাগরিক" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে (মথি ১৬:১৮,১৯)। পৌল বলেছেন "কারণ আমরা স্বর্গ পুরীর প্রজা; আর তথা হইতে আমরা ত্রাণকর্তার, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের, আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি" (ফিলি ৩:২০)। তিনি আরও লিখেছেন, "অতএব তোমরা আর অসম্পর্কীয় ও প্রবাসী নহ, কিন্তু পবিত্রগণের সহপ্রজা এবং ঈশ্বরের বাটির লোক। তোমাদিগকে প্রেরিত ও ভাববাদীগণের ভিত্তিমূলের উপরে গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে; তাহার প্রধান কোণস্থ প্রস্তর স্বয়ং খ্রীষ্ট যীশু" (ইফি ২:১৯,২০)। খ্রীষ্ট আমাদের রাজা (১করি ১৫:২৪,২৫) এবং শুধুমাত্র যাহারা খ্রীষ্টের শাসনে জীবন যাপন করে তাহারা তাঁহার রাজ্যের লোক (মথি ৭:২১)।

খ্রীষ্টিয়ানগন সেই অনন্তকালীন রাজ্যের নাগরিক যাহার কথা পুরাতন নিয়মে দানিয়েল বলেছিলেন (দানিয়েল ২:৪৪)। ইব্রীয় লেখক এই রাজ্যকে "অনড়/অ-কম্পমান রাজ্য" হিসেবে বর্ণনা দিয়েছেনঃ "অতএব অকম্পনীয় রাজ্য পাইবার অধিকারী হওয়াতে, আইস, আমরা সেই অনুগ্র অবলম্বন করি, যদ্দ্বারা ভক্তি ও ভয় সহকারে ঈশ্বরের প্রীতি জনক আরাধনা করিতে পারি" (ইব্রীয় ১২:২৮)। পরবর্তীতে আপনি আপনাকে প্রশ্ন করবেন যে, অদ্য হইতে ১ সহস্র বছর পরে আপনি কোথায় থাকবেন, যদি আপনি খ্রীষ্টিয়ান হয়ে

থাকেন, আপনি নিজেই বলতে পারবেন, "আমি অনন্তকালীন রাজ্যে থাকব!" ঈশ্বরের রাজ্য এমন নয় যে আজ আছে কাল নেই– ইহা অনন্তকাল স্থায়ী।

মালিকানা উপাধি

খ্রীষ্টের এবং ঈশ্বরের সাথে মণ্ডলীর সম্পর্ককে নতুন নিয়মে তিন ভাবে মালিকানা সম্পর্কে দেখানো হয়েছে। এই উক্তি সমূহ মালিকানা এবং নেতৃত্বেরই প্রকাশ করে।

প্রথমত, মণ্ডলীকে "খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী" নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রোমীয়দের প্রতি পত্রে পৌল উপসংহারে বলেছেন, তিনি আখায়ার মণ্ডলী সমূহের পক্ষ হতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেনঃ "খ্রীষ্টের সমস্ত মণ্ডলী তোমাদিগকে মঙ্গলাবাদ করিতেছে" (রোমীয় ১৬:১৬বি)। মালিকানা এবং মণ্ডলীর পরিচয়ের উপরে এই উপাধি গুরুত্ব আরোপ করেছে। মণ্ডলী হল খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী কারণ খ্রীষ্ট উহাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, ক্রয় করেছেন, উহার মালিক এবং মস্তক হিসেবে কার্য্য করতেছেন। যখন কেহ খ্রীষ্টে গ্রহণ করে ধর্মান্তরিত হয়, তখন তিনি খ্রীষ্টের হয়ে থাকেন (১করি ৬:২০)। সে সম্পূর্ণভাবে খ্রীষ্টের পরিচয়ে এমন ভাবে পরিচিত হয় যে তাহাকে খ্রীষ্টিয়ান বলা হয়, যিনি এক জন খ্রীষ্টের অনুসারী (প্রেরিত ১১:২৬; ২৬:২৮; ১পিতর ৪:১৬)। খ্রীষ্টের অনুসারীদের বিশেষভাবে একত্রিত হওয়াকে খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী বলা হয়- মণ্ডলী আসলে কাহারা, কে উহার অধিকারী, এবং কে উহার অংশ তাহা দেখাতে।

দ্বিতীয়ত, মণ্ডলীকে "ঈশ্বরের মণ্ডলী" হিসেবে দেখানো হয়েছে (১করি ১:২)। যদি নতুন নিয়মে মণ্ডলীকে খ্রীষ্টের মণ্ডলী হিসেবে উল্লেখ করা হয়, তাহলে আমরা ইহাও আশা করতে পারি যে উহা ঈশ্বরের মণ্ডলী হিসেবে উল্লেখ করা হবে, কারণ যীশু বলেছেন তিনি এবং তাঁহার পিতা দুজনেই এক (যোহন ১০:৩০)। পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপনের পূর্বেই ঈশ্বর মণ্ডলীর পরিকল্পনা করেছিলেন (ইফি ৩:১০,১১)। তিনি খ্রীষ্টকে মণ্ডলী প্রস্তুতের জন্য (মথি ১৬:১৮)

এবং তাঁহার রক্ত দ্বারা উহা ক্রয় করতে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন (প্রেরিত ২০:২৮)। যেভাবে ক্রুশে যীশুর মধ্যে ঈশ্বর ছিলেন এই পৃথিবীকে তাঁহার সাথে পুনরায় মিলিত করার লক্ষ্যে (২করি ৫:১৯), একইভাবে ঈশ্বর খ্রীষ্টের সাথে ছিলেন এই মণ্ডলীর ভিত্তি স্থাপনে এবং ক্রয় করতে।

তৃতীয়ত, মণ্ডলীর সদস্যদেরকে "কৃতদাস" অথবা "দাস/সেবক" হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যাহারা খ্রীষ্টের কাছে নিজেদের সঁপে দিবে এবং তাঁহার আজ্ঞাবহ হবে তাহারা সকলে তাঁহার সেবক/দাস। যখন নতুন নিয়ম লেখা হয়েছিল, তখন রোমীয় সাম্রাজ্যের সমাজে কৃতদাস/প্রভু বা মালিক সম্পর্ক সমাজের একটি অংশ হিসেবে বর্তমান ছিল। একজন কৃতদাস সম্পূর্ণভাবে তাহার প্রভুর অধীনে থাকত। তাহার নিজের বলতে কোন প্রকার অধিকার বা সম্পদ থাকত না। এমনকি তিনি নিজেই নিজের মালিক ছিলেন না। কোন প্রকার দ্বিধা বা সংশয় নেই যে উক্ত শব্দ এবং সম্পর্ক আমাদের ব্যাখ্যা করে দেয় যে খ্রীষ্টের কাছে আমাদের সমর্পণ এবং তাঁহার বাক্যের অধীনে জীবন যাপন কেমন হবে। পৌল লিখেছিলেন, "যদি এখনও মানুষকে সন্তুষ্ট করিতাম, তবে খ্রীষ্টের দাস হইতাম না" (গালা ১:১০বি; এর সাথে ফিলি ১:১ দেখুন)। তিনি আরও বলেছেন, "আমরা বিতর্ক সকল এবং ঈশ্বর-জ্ঞানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত উচ্চ বস্তু ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি, এবং সমুদয় চিন্তাকে বন্দি করিয়া খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ করিতেছি" (২করি ১০:৫)।

খ্রীষ্টিয়ানগন- যাহারা খ্রীষ্টকে তাহাদের প্রভু বলে দাবি করে- তাহারা আর কখনও তাহাদের নিজেদের জীবনের প্রভু হতে পারে না। তাহাদের নিজ ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাকে অবশ্যই "ক্রুশে" দিতে হবে। এর অর্থ হল মানুষের পাপময় আকাঙ্ক্ষাকে অবশ্যই ধ্বংস করে দিতে হবে এবং তাহাদের জীবনে ঈশ্বরের আজ্ঞাকে প্রথম স্থান দিতে হবে। পৌল বলেছেন, "কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া আমি যে আর কোন বিষয়ে শ্লাঘা করি, তাহা দূরে থাকুক; তাহারই দ্বারা আমার জন্য জগৎ, এবং জগতের জন্য আমি ক্রুশারোপিত" (গালা ৬:১৪)। তিনি আরও বলেছেন, "এখন হইতে কেহ আমাকে ক্লেশ না দিউক, কেননা আমি যীশুর দাহ-চিহ্ন সকল আপন দেহে বহন করিতেছি" (গালা ৬:১৭)।

সম্পর্কের উপাধি

নতুন নিয়ম অনেক ভাবে মণ্ডলীকে সম্পর্কের উপরে ভিত্তি করে উল্লেখ করেছে। যেহেতু প্রভুর মণ্ডলীর সদস্য হওয়ার অর্থ হল বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক থাকা সেহেতু উক্ত সম্পর্কের প্রতি প্রত্যাশা থাকতে হবে।

প্রভু/ভৃত্য সম্পর্ক এবং মস্তক/দেহ সম্পর্ক যাহা উল্লেখ করা হয়েছে এ ছাড়াও "খ্রীষ্টিয়ান" শব্দটি নিজেই একটি সুন্দর সম্পর্কের প্রকাশ করে যাহা প্রভুর সাথে মণ্ডলীর সদস্যদের আছে। তাহারা তাঁহার অনুসারী; তাহারা তাঁহার জন্য জীবন যাপন করে এবং তাঁহার নাম পরিধান করে। প্রেরিত পৌল খ্রীষ্টিয়ান হবার পরে তাহার ধর্মীয় জীবনের বর্ণনায় যে কথা ব্যবহার করেছেন তাহা বর্তমানে একটি স্মরণীয় কথা হিসেবে উল্লেখ আছে, "কেননা আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, এবং মরণ লাভ" (ফিলি ১:২১)। পৌলের জীবনে খ্রীষ্ট শুধুমাত্র প্রথম স্থানেই ছিলেন না– খ্রীষ্ট তাহার জীবন ছিলেন। পৌলের জীবনে খ্রীষ্টই সব কিছু ছিলেন। তিনি সত্যিকারে খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন।

নতুন নিয়মে মণ্ডলীকে "ঈশ্বরের পরিবার" বলে বর্ণনা দিয়েছে। পৌল বলেছেন যে খ্রীষ্টিয়ানগন হলেন, "ঈশ্বরের বাটির লোক" (ইফি ২:১৯)। তিনি তীমথিয়কে বলেছেন যে তিনি তাহার কাছে লিখেছেন যেন সে জানতে পারে যে ঈশ্বরের গৃহ মধ্যে কেমন আচার ব্যবহার করতে হয়, "সেই গৃহ ত জীবন্ত ঈশ্বরের মণ্ডলী" (১তীম ৩:১৫)। কোন ব্যক্তি খ্রীষ্টে দীক্ষার সময়ে ঈশ্বর তাহাকে তাঁহার সন্তান হিসেবে দত্তক নেন, তাহাকে পরিবারের সমস্ত সুযোগ সুবিধা দান করেন এবং তাহাকে খ্রীষ্টের সাথে অনন্ত জীবনের অধিকারী করেন (রোমীয় ৮:১৫-১৭; ইফি ১:৫)। পিতার প্রতি প্রার্থনা করার জন্য খ্রীষ্টিয়ানদের একজন পিতা আছে এবং একজন প্রেমী উদ্ধার কর্তা আছেন- একজন বড় ভাই, যীশু- প্রার্থনা করার মাধ্যম। ভ্রাতা ও ভগিনী হিসেবে তাহারা একে অপরকে প্রেম করে, সাহায্য করে, এবং উৎসাহ দান করে (প্রেরিত ২:৪৪)।

মণ্ডলীর সদস্যদেরকে "ঈশ্বরের সন্তান" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঈশ্বরের সাথে তাহাদের রয়েছে এক বিশেষ সম্পর্ক; তিনি তাহাদের পিতা, এবং তাহারা তাঁহার সন্তান। যখন বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন তখন তাহারা ঈশ্বরের "পুত্র" বলে দত্তক প্রাপ্ত হয়ে থাকেন (ইফি ১:৫)। তাঁহার সন্তান হিসেবে প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ান অনন্তকালীন উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে থাকেন (ইফি ১:১১)। এবং ঈশ্বরের জাগতিক পরিবারের সাহায্যে সহযোগিতা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন (১তীম ৩:১৫; ইফি ২:১৯-২২)। এই আধ্যাত্মিক, স্বর্গীয় পরিবারে ঈশ্বর হলেন পিতা (মথি ৬:৯) যীশু হলেন বড় ভাই (রোমীয় ৮:১৭), এবং সকল খ্রীষ্টিয়ানগন হলেন ভ্রাতা ও ভগিনী (২পিতর ৩:১৫; ১যোহন ২:৮-১১)।

তাঁহার সন্তানদের প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ ধরনের ভালোবাসা আছে (১যোহন ৩:১)। তিনি তাহাদেরকে শয়তানের হাত হতে রক্ষা করেন এবং দৈনিক প্রয়োজনীয় সবকিছু দান করেন। যীশু শিক্ষা দিয়েছেন যে, যদি একজন জাগতিক পিতা তাহার সন্তানদের উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করতে পারেন তবে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সন্তানেরা আশা করতে পারে যে তিনি তাহাদেরকে আরও অধিক উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করেন যখন তাহারা তাঁহার নিকটে যাঞ্চা করেন। (মথি ৭:১১ দেখুন।)

প্রাথমিক মণ্ডলীর সদস্যগণ একে অপরকে শুধুমাত্র ভাই হিসেবে দেখতেন না, বরং বন্ধু হিসেবে দেখতেন (২পিতর ৩:১৫; ৩যোহন ১৫) যাহারা একটি সুন্দর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসেবে থাকতেন। বন্ধুত্বের মধ্যে খ্রীষ্টিয়ান হলেন সর্বোচ্চ পর্যায়ের বন্ধু।

যোহন তাহার তৃতীয় যোহনের উপসংহারে লিখেছিলেন যে, "তোমার প্রতি শান্তি বর্তুক। বন্ধুগণ তোমাকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন। তুমি প্রত্যেকের নাম করিয়া বন্ধুদিগকে মঙ্গলবাদ কর" (৩যোহন ১৫)। তিনি তাহার চারপাশের খ্রীষ্টিয়ানদেরকে "বন্ধু" বলে অভিহিত করেছেন, এবং যাহারা তাহার পত্র গ্রহণ করবে তিনি সেই খ্রীষ্টিয়ানদেরকেই "বন্ধু" বলেছেন। যীশু তাঁহার শিষ্যদেরকে বন্ধু বলেছেন, এবং কোন সন্দেহ নেই যে এই

শব্দটি যীশুর উদাহরণ হিসেবে যোহন নিজে ব্যবহার করেছেন। যীশু তাঁহার শিষ্যদের বলেছেন,

> কেহ যে আপন বন্ধুদের নিমিত্ত নিজ প্রাণ সমর্পণ করে, ইহা অপেক্ষা অধিক প্রেম কাহারও নাই। আমি তোমাদিগকে যাহা কিছু আজ্ঞা দিতেছি, তাহা যদি পালন কর, তবে তোমরা আমার বন্ধু। আমি তোমাদিগকে আর দাস বলি না, কেননা প্রভু কি করেন, দাস তাহা জানেনা; কিন্তু তোমাদিগকে আমি বন্ধু বলিয়াছি, কারণ আমার পিতার নিকটে যাহা যাহা শুনিয়াছি, সকলই তোমাদিগকে জ্ঞাত করিয়াছি (যোহন ১৫:১৩-১৫)।

কোন একজন বলেছিলেন, "বন্ধু হলেন তিনি, যিনি সকলে ত্যাগ করে চলে যাবার পরেও আপনার সাথে থাকবেন।" যীশু হলেন এই ধরনের বন্ধু যখন অন্য কেহ আমাদের সাহায্য করতে পারে নাই, তখন তিনি আমাদের জন্য তাঁহার জীবন দান করলেন। খ্রীষ্টিয়ানদের একে অন্যের প্রতি এই ধরনেরই বন্ধু হতে হবে (১যোহন ৩:১৬) খ্রীষ্টিয়ানগন হলেন "বন্ধু।"

প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলীকে অনেক সময়ে "প্রভুর শিষ্যদের" বলে অভিহিত করা হত (প্রেরিত ৯:১), অথবা সহজ ভাবে "শিষ্য" (প্রেরিত ৯:২৬; ১১:২৬)। "শিষ্য" শব্দটির অর্থ হল শিক্ষার্থী অথবা অনুসারী; ইহা খ্রীষ্টিয়ানদের সাথে প্রভুর চলমান সম্পর্কের কথাই বোঝায়। একজন শিষ্য হল তিনি যিনি নিজেকে তাহার চেয়ে মহান কাহারও কাছে সঁপে দিবেন, যিনি উক্ত মহান ব্যক্তির কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন, এবং অনবরত নির্দেশ ও অনুকরণের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে চলবেন। তিনি শুধুমাত্র একজন শ্রোতা নন; তিনি শিক্ষার্থী, এমন একজন যিনি শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। তাহার প্রভু হলেন তাহার মালিক, তাহার শিক্ষক (যোহন ১৩:১৩)।

বিশেষভাবে সু-সমাচারে "শিষ্য" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, উহাতে ২৩৮ বার দেখা যায়। উহা প্রেরিতদের কার্যবিবরণে পাওয়া যাবে ২৮ বার, এবং কোন পত্রের মধ্যে বা প্রকাশিত বাক্যে উহা পাওয়া যাবে না। উক্ত শব্দের পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য সম্ভব্য কারণ

হল আমরা সু-সমাচার থেকে প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণে, সেখান থেকে পত্রাবলীতে দেখতে পাই যে পৃথিবীতে খ্রীষ্টের সময়ে তাঁহার অনুসারীদের বলা হত "শিষ্য।" পরবর্তীতে, প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণে, পত্রাবলীতে এবং প্রকাশিত বাক্যে তাহাদের বলা হয়েছে "সাধুবর্গ" তাহাদের পবিত্র আহবানের কথা বোঝাতে অথবা "ভ্রাতৃগণ" তাহাদের একে অপরের প্রতি সম্পর্ক বোঝাতে।

তাঁহার স্বর্গারোহণের পূর্বে দেওয়া মহা আজ্ঞায় তিনি তাঁহার শিষ্যদের আদেশ দিয়েছিলেন আর উহাতে বলেছিলেন, "অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজিত কর; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সেই সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি" (মথি ২৮:১৯,২০)। এই ভাবেই তিনি "শিষ্য" শব্দটি যথাক্রমিক ব্যবহার দিয়েছেন যদিও উক্ত শব্দটি নতুন নিয়মের পরবর্তী অংশে আর ব্যবহৃত হয় নাই।

একজন শিষ্য হলেন বাক্যের কার্যকারী। যাকোব বলেছেন, "আর বাক্যের কার্যকারী হও, আপনাদিগকে ভুলাইয়া শ্রোতামাত্র হইও না" (যাকোব ১:২২)। একজন শিষ্য শিক্ষার্থীর চেয়েও ঊর্ধ্বে; তিনি হলেন একজন খ্রীষ্টের অনুকরণকারী, একজন খ্রীষ্টের অনুসারী।

অন্যদিক হতে, নতুন নিয়মের মণ্ডলীকে "ঈশ্বরের মন্দির" বলে অভিহিত করা হয়েছে। পৌল করিন্থীয় খ্রীষ্টিয়ানদেরকে বলেছেন, "তুমি কি জান না যে, তোমরা ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বাস করেন?" (১করি ৩:১৬)। মণ্ডলী হল খ্রীষ্টিয়ানদের সমাবেশ (assembly) ঈশ্বরের একটি বাসস্থান সৃষ্টি করে। বর্তমানে ঈশ্বরের বাসস্থান হল জীবন্ত দেহ, মণ্ডলী। এই জন্যই এক একজন খ্রীষ্টিয়ানকে "সাধুবর্গ" বলে অভিহিত করা হয়েছে, কারণ পবিত্র কর্ম এবং ঈশ্বরের বাসস্থান সংস্থান করতে সু-সমাচারের দ্বারা তাহাদেরকে আলাদা করে রাখা হয়েছে (১করি ১:২)।

নতুন নিয়মে অন্য এক স্থানে, মণ্ডলীকে "প্রথম জাতদের" মণ্ডলী বলে উল্লেখ করা হয়েছে (ইব্রীয় ১২:২৩)। মণ্ডলী ভবিষ্যতের সাথে একটি বিশেষ আলাদা ধরনের সম্পর্ক বজায় রাখে কারণ মণ্ডলীর

প্রত্যেক সদস্যদের “নাম স্বর্গে তালিকাভুক্ত।” খ্রীষ্টিয়ানদের ভবিষ্যৎ ভয়াবহ এবং আতঙ্ক যুক্ত নয় কারণ খ্রীষ্ট তাহাকে অনন্তকালীন প্রত্যাশা দিয়েছেন। এই ধরনের সম্পর্ক, উপাধি, মণ্ডলী কিভাবে জীবন যাপন করবে তাহারই বহি প্রকাশ করে। উহা খ্রীষ্টিয়ানদের বলে, যে কিভাবে এই জগতে জীবন যাপন করবেন এবং ভবিষ্যতে পরিত্রিতগন কিভাবে ঈশ্বরের সাথে থাকবেন।

উপসংহার

ঈশ্বর অব্রাম এর নাম পরিবর্তন করে আব্রাহাম রেখেছিলেন কারণ অব্রামের নাম পরবর্তীতে তাহার জন্য যথার্থ উপযোগী ছিল না। অব্রামকে বলা হয়েছিল যে, তিনি বহু লোকের পিতা হবেন (আদি ১৭:৫)। অব্রাম নামের অর্থ হল “মহা-পিতা।” অব্রাম নামটি অর্থবহ নাম ছিল বটে কিন্তু ভবিষ্যৎ অব্রামের প্রকাশ এই নামে ছিল না। আব্রাহাম নামের অর্থ “বহু লোকের পিতা,” একজন মানুষের জন্য যথার্থ নাম যিনি একটি জাতির প্রধান হবেন। যে উপাধি ঈশ্বর অব্রাহামকে দিয়েছিলেন তাহা ঈশ্বর এবং অব্রামের কাছে বিশেষ অর্থবহ ছিল। একই ভাবে, যে উপাধি ঈশ্বর মণ্ডলীকে দিয়েছেন তাহা ঈশ্বরের কাছে অর্থবহ, এবং তাহা আমাদের কাছেও অনুরূপ অর্থবহ হতে হবে।

নতুন নিয়মের মণ্ডলীকে বুঝাতে যথাযথ অনেক পথ আছে এবং উহাদেরই ব্যবহার করা উচিৎ হবে। বাইবেলে দেওয়া নাই এমন উপাধি ব্যবহার করে আমরা মণ্ডলীর পরিচয়কে বিভ্রান্ত করে থাকি। যদি একদল লোক নতুন নিয়মের মণ্ডলী হতে চায় এবং নতুন নিয়মের মণ্ডলী হিসেবে পরিচিতি পেতে চায়, তবে তাহাদের মণ্ডলীর জন্য দেওয়া নতুন নিয়মের উপাধি ব্যবহার করা উচিৎ। নতুন নিয়মের মণ্ডলী না হয়েও একটি মণ্ডলী নিজেকে নতুন নিয়মের মণ্ডলী বলে অভিহিত করতে পারে; কিন্তু উহা যদি সত্যিকারের নতুন নিয়মের মণ্ডলী হয়ে থাকে, তবে উহা নিজেকে যথার্থ নতুন নিয়মের

ভাষা ব্যবহার করে অভিহিত করবে।

বর্তমানে, ঈশ্বরের মণ্ডলী হতে হলে ইহার সদস্যদেরকেও তাহাদের নিজ নিজ উপাধি ও বর্ণনা যথাযথ ভাবে ব্যবহার করতে হবে। ঈশ্বর যে উপাধি তাঁহার মণ্ডলীর জন্য ব্যবহার করেছেন তাহার যথাযথ ব্যবহার হল খ্রীষ্টিয়ানদের সূচনার স্থান, যাহারা তাহাদের জীবনে ঈশ্বর যাহা চাহেন তাঁহার মণ্ডলী হবে এবং করবে তাহাই করতে চাহেন। যখন খ্রীষ্টিয়ানগন তাহাদের নিজেদের যেমন করে ঈশ্বর মণ্ডলীকে অভিহিত করেছেন তেমনি ভাবে অভিহিত করেন তবে তাহারা তাহাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করে থাকেন, যে পথে ঈশ্বর চাহেন তাহারা হবেন সেই পথেই তাহারা ধাবিত হতে থাকবেন। (বার্তি সংযুক্তি ৩ দেখুন 300 পৃষ্ঠায়।)

অধ্যয়ন সহায়ক প্রশ্নাবলী

(উত্তর পাওয়া যাবে 287 পৃষ্ঠায়)

১। মণ্ডলীর সাথে সম্পর্কিত "রাজ্য" শব্দটি নতুন নিয়মে কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে?

২। পৌল মণ্ডলীকে কেন "খ্রীষ্টের মণ্ডলী" হিসেবে অভিহিত করেছেন? মালিকানা অর্থে আর অন্য কোন ধরনের উপাধি মণ্ডলীর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে?

৩। আমরা কেন মণ্ডলীর জন্য নতুন নিয়মের দেওয়া উপাধি অবশ্যই ব্যবহার করব?

৪। যখন বাইবেল মণ্ডলীকে যেভাবে অভিহিত করে সেই ভাবে আমরা অভিহিত করি তখন আমরা আসলে কি পাই?

৫। কেন মণ্ডলীকে "ঈশ্বরের পরিবার" বলে অভিহিত করা হয়?

৬। "খ্রীষ্টিয়ান" শব্দের সাধারণ অর্থ কি? যখন কেহ খ্রীষ্টিয়ানের মত করে জীবন যাপন করে তখন সে আসলে কিভাবে জীবন যাপন করে?

৭। ফিলিপীয় ১:২১ পদে, পৌল খ্রীষ্টিয়ান হিসেবে তাহার জীবন যাপনের বর্ণনা কিভাবে উল্লেখ করেছেন?

৮। "ঈশ্বরের সন্তান হওয়া" এর অর্থ কি? ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কিত উহার

চরিত্র গুলি বর্ণনা কর।

৯। নতুন নিয়মে "শিষ্য" শব্দটি কতবার ব্যবহৃত হয়েছে?

১০। শিষ্যের চরিত্রের বর্ণনা করুন।

১১। "সাধু" শব্দের সাধারণ অর্থ বর্ণনা করুন। কখন একজন ব্যক্তি "সাধু" হতে পারেন? একজন সাধুর চরিত্রের বর্ণনা দিন।